সংগতি — অমিয় চক্রবর্তী
উৎস — অমিয় চক্রবর্তীর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'অভিজ্ঞান বসন্ত' র 'সূর্যখন্ডিত' ছায়ার অন্তর্গত।
প্রথম প্রকাশ —১৩৪০ বঃ মাঘ সংখ্যায় পরিচয় পত্রিকায়।

প্রঃ - অমিয় চক্রবর্তীর কবি চেতনার কেন্দ্রবিন্দু সংগতি — আলোচনা করো। /
অমিয় চক্রবর্তীর সংগতি কবিতায় যে সমস্ত বৈপরীত্য কে মেলানোর প্রয়াস ব্যক্ত হয়েছে তা আলোচনা করো।

রবীন্দ্রনাথের মিষ্টির চেতনার একমাত্র উত্তরাধিকারী কবি অমিয় চক্রবর্তী শুরু হয়েছিল বিচিত্রা পত্রিকার পাতায় ১৩৩৪বঙ্গাব্দে (১৯২৭ খ্রিঃ) কিন্তু ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তাঁর কবিতা ছিল রবীন্দ্রানুসারী আর কাব্যের পালাবদল।১৯৩৫ খ্রিঃ 'খসড়া' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আধুনিক কবি গোষ্ঠীর অন্যতম হয়ে উঠলেন তাঁর কাব্যে প্রকাশ পেল বৈজ্ঞানিক মরমিয়া বাদ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বেতার কেন্দ্র হল তার মধ্যে ঐক্য প্রগতি কবিতায়—
"মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙ্গা দরজাটা মেলাবেন।"

এই ঝড়ো হাওয়া অর্থাৎ নতুন কালের তরুণ শক্তির উদ্দামতার তার সঙ্গে পোড়ো বাড়ি অর্থাৎ পুরাতন কালের প্রবীণের যাবতীয় বাধার মিলন ঘটবে তা দেখা যায় কবিতার প্রতিটি স্তবকে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে মেলাবেন ক্রিয়াপদটি। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —" মেলাবেন শব্দের ব্যবহারে যে ধ্বনি বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে তার কাব্যিক ব্যঞ্জনা অনুভব করার মতো" (কবিতা কল্পনা লতা)
এই পোড়োবাড়ি আর ভাঙ্গা দরজার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া আপাতদৃষ্টিতে কঠিন বলে মনে হলেও কবিতার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে মিল ঘটাতে চেয়েছেন।

অমিও চক্রবর্তীর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগতি এই কবিতাটি তে একটি আশ্চর্য আশাবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে কবি এখানে বৈচিত্রের মধ্যে কবি আবিষ্কার করেছেন এখানে কবি দর্শন হলো যা কিছু আপাতবিরোধী অবশেষে তামিলে যাবে জীবনের জীবনের সংগ্রাম একদিন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে এই কবিতায় তিনি বরাভয় মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন কারণ কবির ধারণা শুধু ধ্বংস করে না নতুন করে তোলে অর্থাৎ বিদ্রোহের মধ্যে মিলনে সূচনা পরিলক্ষিত হয়।

সংগতি কবিতা টি পাঁচটি স্তবক বিন্যস্ত সবগুলোতে প্রাকৃতিক বিরোধিতা সমাজবিরোধী তার ব্যক্তিগত বিরোধিতা জনবিজ্ঞানের আস্ফালন আক্রমণাত্মক ধর্মীয় জীবন চর্চা অর্থহীন অন্তঃসারশূন্যতা সব কিছু চিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে যন্ত্রশিল্পী আক্রমণে বড় বড় শহরের মানুষগুলো এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড এর মত পুরো জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে আর এই পুরো জমিতে নতুন উর্বর জমি কাঙ্খিত হয়েছে তাই সব কিছুকে সামলানোর সাধনায় ব্রতী হয়েছেন কবি।

কবিতাটিতে কবি কোন এক শুভ শক্তিদাতা প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন তিনি যাবতীয় বিরোধীদলের মিলন ঘটাতে সক্ষম কবি বলেছেন কোন শক্তিদাতা ঝোড়ো হওয়া অর্থাৎ নতুন শক্তির উদ্দামতার সঙ্গে বাতিল পুরাতন কালের যাবতীয় বাধার প্রতিবাদে তারা দরজাটার মিলন ঘটাবেন। তারুণ্যের চঞ্চলতার প্রসঙ্গে এসেছে 'পাগল ঝাপট 'প্রসঙ্গ —

"পাগল ঝাপটে দেবেনা গায়েতে কাঁটা
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা। "

তবু কবি হারানো মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনতে চান জাগরণ ঘটাতে চান নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে মানবতাবাদ কি রবীন্দ্রনাথের উদ্দামতার মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন কবি।

বর্তমান পৃথিবীতে দরিদ্র মধ্যবিত্ত 916 নিষ্পেষণে মরণাপন্ন মানুষগুলোকে তিনি মুক্তির পথ দেখাতে ব্রতী হয়েছেন তিনি

অর্থাৎ মুক্তিদাতা কোন পুরুষ বা দেবতা বা ঈশ্বর বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ক্ষমতাবানরা ক্ষমতাহীন এর উপর নিষ্পেষণ চালাচ্ছে এ দেবাতে চেয়েছেন –

"তোমার সৃষ্টি আমার সৃষ্টি তার সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন। "

তাই ছায়া ধাকা দুপুরে সঙ্গী কে হারিয়ে পাখি উড়ে চলার অসঙ্গতির মধ্যে কবি সঙ্গতি রক্ষা করতে চেয়েছেন "প্রাণ নেই তবু জীবনে বেঁচে থাকা" অর্থাৎ শুধুমাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বেঁচে থাকা যার অসঙ্গতি সাধন করবেন ঈশ্বর।
আবার একদিকে ধনীর উদাসীনতার পাশাপাশি নির্ধনের বিলাপ কেও তিনি মেলাবেন অর্থাৎ যাবতীয় অসঙ্গতিকে তিনি মেলাতে চেয়েছেন ।এখানে তিনি আসলে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যার ফলে ধনী-নির্ধন থাকবেনা থাকবেনা অর্থনৈতিক শোষণ থাকবে না ধর্মীয় শোষণ অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্তি পাবে কবি আসলে এখানে মানবতার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।
আর সেই সঙ্গতির কথায় ব্যক্ত হয়েছে সংগতি কবিতার পরতে পরতে।

Notes – Soma Mukherjee